

## মুনা বুলেটিন

মাহে রমজান সংখ্যা

আগস্ট, ২০০৯

রমজান, ১৪৩০

সম্পাদক

আনোয়ারুল হক

প্রাচছদ ডিজাইন

মীর মাসুম আলী

অঙ্গসজ্জা

নিয়াজ মাখদুম

ওয়েবসাইট ডিজাইন

বনি আমিন

প্রকাশনা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা

1033 Glenmore Avenue,

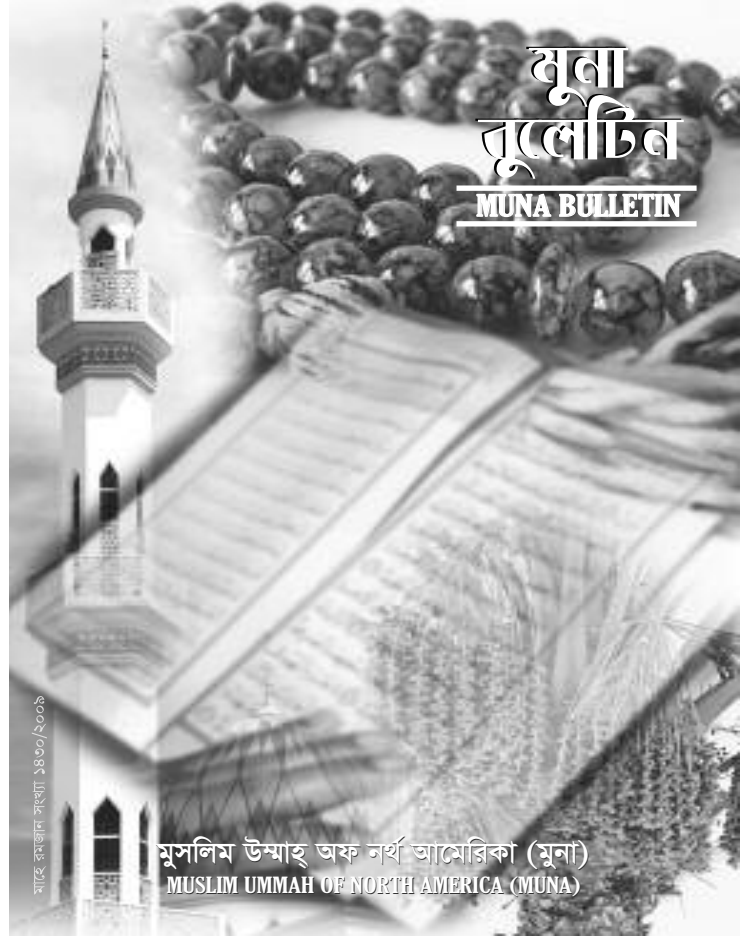
Brooklyn, NY 11208

Tel: 718-277-7900

Fax: 718-277-7901

www. muslimummah.net

শুভেচ্ছা : এক ডলার



## সূচীপত্র

সম্পাদকীয় .....	৩
আল-কোরআন ও আল-হাদীস .....	৪
পবিত্র রামাদান মাসের আহবান .....	৬
যাকাত প্রদানের উদাত্ত আহবান .....	৭
যাকাতের বিধি-বিধান .....	৮
আল গুরাবা : যাদের হাতে ইসলামের বিজয় আসবে .....	১২
মাহে রমজান: আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাস .....	১৬
সংগঠন সংবাদ .....	১৭



## সংগৃহীত



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুনা বুলেটিন রমজান সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কুরআন, রমজান এবং তাকওয়া এ তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। কুরআন এ মাসেই নাযিল হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। হক ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। রমজান মাস কুরআন নাযিলের মাস। রোজার বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা বলছেন- ‘ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর সিয়ামের (রোজা) বিধান দেয়া হয়েছে, যেমনিভাবে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।’

অতএব সিয়ামের গুরুত্ব ও মর্যাদা কুরআনের জন্য আর কুরআন মানবজাতির একমাত্র গাইড। এই গাইড পেতে হলে দরকার তাকওয়ার। এ তাকওয়া অর্জনে সিয়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাকওয়া একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠগুণ। তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায়। যালিমের যুলমের বিরুদ্ধে অবস্থান করার সাহসিকতা দান করে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বারবার মুমিনদের অন্য কিছু ও অন্য কারো ভয় অন্তর থেকে দূর করে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করার তাগিদ দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাকওয়ার গুণ অর্জন করার তৌফিক দান করুন এ দোয়া করছি। আমীন।



# মহান রাব্বুল আলামিন এবং তার হাবীবের বাণী

## আল-কোরআন

- ❁ হে ঈমানদাররা, তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান লিখে দেয়া হলো, যেমন তা লিখে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের উপর। আশা করা যায়, এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হবে। (সুরা বাক্বারা : ১৮৩)
- ❁ নির্দিষ্ট কিছুদিন এ সিয়াম পালন করতে হবে। তবে এ সময় তোমাদের কেউ যদি রোগগ্রস্ত হয়, অথবা সফররত থাকে, তবে সে অন্য সময় সিয়ামের এই সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা না রাখে, তারা যেনো ফিদিয়া (বিনিময়) দেয়। একটি সাওমের ফিদিয়া একজন মিসকীনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে তোমরা যদি সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো, তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই শ্রেয়। (সুরা বাক্বারা : ১৮৪)
- ❁ রমজান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। এ গ্রন্থ মানব জাতির জন্য পূর্ণ হিদায়াত এবং অকাট্য-সুস্পষ্ট শিক্ষা, যা সত্য সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য করে দেয়। কাজেই, এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য (ফরয)। তবে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, কিংবা সফরে থাকে, সে যেনো অন্য সময় রোযা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য তার বিধানকে সহজ করতে চান, কঠোর করতে চাননা। তোমাদের এ বিধান দেয়া হলো যাতে করে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো, আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। (সুরা বাক্বারা : ১৮৫)
- ❁ হে নবী আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে তাদের বলো: আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দিই। কাজেই তাদের উচিত আমার ডাকে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা। একথা তুমি তাদের শুনিতে দাও, হয়তো তারা সরল পথের সন্ধান পাবে। (সুরা বাক্বারা : ১৮৬)
- ❁ রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীর কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরাও তাদের পোশাক। আল্লাহ জানেন, তোমরা চুপি চুপি নিজেদের উপর নিজেরা খিয়ানত করছিলে। তবে তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের মাপ করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে রাত্রিবাস করো এবং যে স্বাদ আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তা গ্রহণ করো। আর পানাহার করতে থাকো যতোক্ষণনা রাতের কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন এসব কাজ ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত নিজের রোযা পূর্ণ করো। যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফে বসো, তখন স্ত্রী সহবাস করোনা। এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলোর ধারেকাছেও যেনোনা। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান মানুষের জন্য পরিস্কার করে বলে দেন, আশা করা যায়, এর ফলে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। (সুরা বাক্বারা : ১৮৭)



## আল-হাদীস

- ❁ রমজান মাসের আগমনে আকাশের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। (বুখারী)
- ❁ রমজান মাস এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)
- ❁ রমজান এলে রহমতের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)
- ❁ যে ব্যক্তি রমজান মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করলো, সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে অন্য সময় একটি ফরয আদায় করলো। (বায়হাকী)
- ❁ রমজান সবরের মাস, আর সবরের পুরস্কার হলো জান্নাত। (বায়হাকী)
- ❁ রমজান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস। (বায়হাকী)
- ❁ যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার कराবে, তা তার গুনাহ্ মাফ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। (বায়হাকী)
- ❁ যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তি পুরিয়ে আহার कराবে, আল্লাহ্ তাকে আমার হাউজ (কাউছার) থেকে পান कराবেন। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না। (বায়হাকী)
- ❁ রমজানের প্রথম দশ দিন রহমতের, মাঝের দশ দিন ক্ষমার আর শেষের দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের। (বায়হাকী)
- ❁ যে ব্যক্তি রমজান মাসে অধীনস্থদের উপর থেকে কার্যভার লাঘব করবে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন। (বায়হাকী)
- ❁ জান্নাতে আটটি গেইট আছে। এর মধ্যে একটির নাম রাইয়ান। রোজাদাররা ছাড়া আর কেউ এই গেইট দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)
- ❁ আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানদেরকে তাদের নেক আমলের জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ বিনিময় দেয়া হয়। তবে সাওমের কথা ভিন্ন। সাওম আমারই জন্য, আমি এর জন্য যতো খুশি ততো বিনিময় দেবো। কারণ, রোজাদার আমারই জন্য প্রবৃত্তির কামনা এবং পানাহার ত্যাগ করে। (বুখারী, মুসলিম)
- ❁ রোজা এবং কুরআন বান্দাহর জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে: হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির বাসনা পূর্ণ করতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে: আমি তাকে রাতের নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। (বায়হাকী)
- ❁ রোজাদারের জন্য দু'টি আনন্দের সময় : একটি হলো ইফতারের সময় আর অপরটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী, মুসলিম)